গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.lgd.gov.bd

শেখ হাসিনা'র মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.০৫.০০১.২০.৭০৩

তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৭ / ২৯ জুন ২০২০

বিষয় : কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে লাল অঞ্চল (Red Zone) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমন্বিত Standard Operating Procedure (SOP).

সূত্র : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের স্মারক ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.১১, তারিখ: ১৫ জুন ২০২০।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধে সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে লাল অঞ্চল (Red Zone)-এ লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত সমন্বিত Standard Operating Procedure (SOP) এসাথে প্রেরণ করা হল। লকডাউনকৃত এলাকায় উক্ত SOP জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

২। **বিষয়টি অতীব জরুরি।**

সংযুক্তি: বর্ণনামতে।

২৯/০৬/২০২০

নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব
ফোন: ৯৫৭৩৬২৫
ই-মেইল: lgcc1@lgd.gov.bd

বিতরণ (কার্যার্থে):
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা,
ঢাকা উত্তর /ঢাকা দক্ষিণ/চট্টগ্রাম/রাজশাহী /খুলনা /বরিশাল /কুমিল্লা / সিলেট /নারায়ণগঞ্জ /রংপুর / গাজীপুর/ ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন।

স্মারক নম্বর: ৪৬.০০.০০০০.০৭০.০৫.০০১.২০.৭০৩/১(৫০)

তারিখ: ১৫ আষাঢ় ১৪২৭ / ২৯ জুন ২০২০

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে প্রেরণ করা হল:

১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৩। প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
৪। সিনিয়র সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।
৫। সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, গণভবন কমপ্লেক্স, ঢাকা।
৭। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব, অর্থ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। সচিব, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, সরকারি পরিবহন পুল ভবন, সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
১১। সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২। সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩। সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪। সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৬। সচিব, সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৭। সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৮। সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৯। সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২০। অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
২২। যুগ্মসচিব (নগর উন্নয়ন-১/ নগর উন্নয়ন-২), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৩। মাননীয় মন্ত্রী'র একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৪। উপসচিব (সিটি কর্পোরেশন-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৫। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২৬। প্রোগ্রামার, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (**এ বিভাগের ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধ করা হল**)।

২৯/০৬/২০২০

নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব

সিটি কর্পোরেশন এলাকায় করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর বিস্তার রোধকল্পে জোনিং সিস্টেম (লকডাউন) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সমন্বিত Standard Operating Procedure (SOP)

১. সারা বিশ্বের ন্যায় বাংলাদেশেও করোনা ভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে। এ রোগের বিস্তার রোধকল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর Bangladesh Risk Zone-Based Covid-19 Containment Strategy/ Guideline প্রণয়ন করেছে। উক্ত কৌশল/ গাইডলাইন অনুসরণ করে সংক্রমণের মাত্রার ভিত্তিতে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা তদ্‌কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লাল অঞ্চল (Red Zone), হলুদ অঞ্চল (Yellow Zone) এবং সবুজ অঞ্চল (Green Zone) হিসেবে কোন এলাকাকে ঘোষণা করতে পারেন। এরূপ ঘোষণার পর সিটি কর্পোরেশন এলাকার প্রত্যেকটি লাল অঞ্চল (Red Zone) এর জন্য অঞ্চল (Zone)-ভিত্তিক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (লকডাউন) বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ১৫ জুন ২০২০ তারিখের ০৪.০০.০০০০.৫১৪.০৬.০০২.২০.১১১ সংখ্যক পরিপত্রের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনস্ত সিটি কর্পোরেশনসমূহের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও, প্রত্যেকটি লাল অঞ্চলের জন্য কোভিড নমূনা পরীক্ষা, কোভিড- নন কোভিড স্বাস্থ্য সেবা প্রটোকল, কোয়ারেন্টিন/ আইসোলেশন, এম্বুলেন্স সেবা, জন চলাচল, যান চলাচল, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড, খাবার ও ঔষধ সরবরাহ, দরিদ্র লোকদের মানবিক সহায়তা প্রদান, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত Standard Operating Procedure (SOP) প্রণয়ন করা সমীচীন বিধায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উল্লিখিত পরিপত্রের অনুচ্ছেদ ১৫ ও ১৬ এর বর্ণনামতে এই সমন্বিত SOP প্রণয়ন করা হল:

২. প্রাক প্রস্তুতি: স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে সংক্রমণের মাত্রার ভিত্তিতে ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট এবং সীমাবদ্ধ (Confined) এলাকাকে লাল অঞ্চল (Red Zone), হলুদ অঞ্চল (Yellow Zone) বিভক্ত করে আদেশ জারি করবে। আদেশ জারির পর পূর্ব প্রস্তুতির জন্য ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টা পরে লকডাউন কার্যকর করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে সিটি কর্পোরেশন প্রতিটি লাল অঞ্চলে লকডাউন যাতে কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সেজন্য সরেজমিনে পরিদর্শন করে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এনজিও, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও কল্যাণ সমিতির সহায়তায় প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। এ সময় সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ স্বাস্থ্য বিভাগ, প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনা করে অঞ্চল (Zone)-ভিত্তিক প্রস্তুতি এমনভাবে গ্রহণ করতে হবে, যাতে লকডাউন শুরু হওয়ার সাথে তা কার্যকর ও সফলভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

৩. প্রত্যেকটি সিটি কর্পোরেশনে জোনিং সিস্টেম সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত ৩(তিন) ধরণের কমিটি গঠন করতে হবে:

(ক) সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'

(খ) ওয়ার্ড পর্যায়ে 'ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং

(গ) প্রতিটি উপ-অঞ্চল (Sub-zone) পর্যায়ে 'সাব-জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি'

নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

৪. সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'

৪.১ সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি দায়িত্ব পালন করবে:

১.	মেয়র, ... সিটি কর্পোরেশন	-	সভাপতি
২.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৩.	পরিচালক/ উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি)	-	সদস্য
৪.	মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার/ জেলা পুলিশ সুপার এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭.	আইইডিসিআর এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৮.	জেলা প্রশাসক এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯.	এটুআই কর্তৃপক্ষ এর উপযুক্ত প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	সিস্টেম এনালিস্ট/ প্রোগ্রামার, সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
১১.	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর *(সাধারণ ও সংরক্ষিত)*	-	সদস্য
১২.	এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৩.	ই-কমার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
১৪.	প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, ... সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য-সচিব

(সংশ্লিষ্ট এলাকার মাননীয় সংসদ সদস্যগণ এ কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত থাকবেন)

কার্যপরিধি :

১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চিহ্নিত জোনসমূহ থেকে এ কমিটি অগ্রাধিকার ও পারিপার্শ্বিক সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে সাব-জোন বা স্পট বাছাই করবে;

২. সংশ্লিষ্ট স্পটকে ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ (Confined) করে সাব-জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৩. নির্ধারিত সাব-জোন/স্পটের লকডাউনসহ সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন;

৪. ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান;

৫. আইসোলেশন সেন্টার স্থাপনে সহযোগিতা প্রদান করবে;

৬. লকডাউন এলাকার সংক্রমণের হার মনিটরিং করবে;

৭. কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে;

৮. স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগকে প্রতি সপ্তাহে হালনাগাদ প্রতিবেদন দাখিল করবে;

৯. কমিটি সময়ে সময়ে সকলকে নিয়ে সমন্বয় সভা করবে;

১০. বিভিন্ন সময়ে সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৫. ওয়ার্ড পর্যায়ে 'ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি':

৫.১ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে জোনিং সিস্টেম (লকডাউন) বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা সমন্বয়ে 'ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি' দায়িত্ব পালন করবে:

১.	সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর	-	আহ্বায়ক
২.	সংশ্লিষ্ট এলাকার সংরক্ষিত আসনের কাউন্সিলর	-	যুগ্ম-আহ্বায়ক
৩.	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা, সিটি কর্পোরেশন	-	সদস্য
৪.	স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৫.	ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংশ্লিষ্ট থানা	-	সদস্য
৬.	ফোকাল পার্সন, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ	-	সদস্য
৭.	সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি/ নেতৃবৃন্দ (মাননীয় সংসদ সদস্য কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য
৮.	ই -কমার্স এসোসিয়েশন এর প্রতিনিধি	-	সদস্য
৯.	সংশ্লিষ্ট এলাকার কল্যাণ সমিতির প্রতিনিধি	-	সদস্য
১০.	ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি/স্থানীয় মসজিদের ইমাম	-	সদস্য
১১.	এনজিও প্রতিনিধি	-	সদস্য

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

কার্যপরিধি :

১. কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্দেশনা অনুসারে সাব-জোনিং ব্যবস্থা/লকডাউন বাস্তবায়ন করা;
২. জোনিং ব্যবস্থা/লকডাউন কার্যকর করার স্বার্থে জনসম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;
৩. জনসচেতনতামূলক প্রচারণা করা;
৪. সংশ্লিষ্ট এলাকায় নাগরিক সুবিধা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা করা;
৫. প্রয়োজনীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োজিত করা;
৬. সাব-জোন/ স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটিকে প্রয়োজনীয় গাইডলাইন প্রদান করা;
৭. কমিটি সময়ে সময়ে সকলকে নিয়ে সমন্বয় সভা করবে;
৮. কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সময়ে সময়ে রিপোর্ট করবে;
৯. বিভিন্ন সময়ে সরকার, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৬. প্রতিটি উপ-অঞ্চল (Sub-zone) পর্যায়ে 'সাব-জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি'

৬.১ সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডকে ৮/১০ উপ-অঞ্চল (Sub-zone)-এ ভৌগলিকভাবে বিভক্ত এবং সীমাবদ্ধ (Confined) করে জোনিং সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা সমন্বয়ে 'সাব-জোন/ স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি' দায়িত্ব পালন করবে:

১.	স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি (সংশ্লিষ্ট সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কর্তৃক মনোনীত	-	আহ্বায়ক
২.	এনজিও প্রতিনিধি-১ জন	-	সদস্য
৩.	মসজিদের ইমাম-১ জন	-	সদস্য
৪.	মসজিদ কমিটির মধ্য হতে ১ জন	-	সদস্য
৫.	স্থানীয় কল্যাণ সমিতির ১ জন প্রতিনিধি	-	সদস্য
৬.	স্থানীয় যুব সংগঠন/ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি	-	সদস্য
৭-৮.	বিশিষ্ট ব্যক্তি-২ জন	-	সদস্য
৯.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির -১ জন সদস্য	-	সদস্য
১০.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-১ জন	-	সদস্য
১১.	নারী সমাজসেবী-১ জন	-	সদস্য

কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

কার্যপরিধি :

১. ঘোষিত ভৌগোলিকভাবে নির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ (Confined) সাব-জোন-এ লকডাউন বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

২. প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত করে জনগণকে জরুরি সেবাসমূহ প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে; স্বেচ্ছাসেবীদের ফোন নম্বর ও জরুরি সেবা সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্যও প্রদান করতে হবে;

৩. জরুরি সেবা প্রদানকল্পে সংশ্লিষ্ট সাব-জোনের দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারের বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার মধ্যে পারস্পারিক সমন্বয় নিশ্চিত করবে;

৪. অপ্রয়োজনে জনগণের যাতায়াত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে;

৫. ওয়ার্ডভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সময়ে সময়ে রিপোর্ট করবে এবং উক্ত কমিটির নিকট হতে প্রাপ্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৭. কন্ট্রোল রুম স্থাপন:

ক্রমিক	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৭.১	**কন্ট্রোল রুম স্থাপন**	সিটি কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়, সকল ওয়ার্ড এবং সাব-জোনসমূহে কন্ট্রোল রুম থাকবে এবং ২৪ ঘণ্টা কন্ট্রোল রুমসমূহে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োজিত করা হবে। সকল কন্ট্রোল রুমের এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সাথে যোগাযোগের নাম, মোবাইল নম্বর ও দায়িত্ব ইত্যাদি তথ্য লকডাউন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে লিফলেট আকারে বিতরণ করতে হবে। প্রধান কার্যালয়ে একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে ফোকাল পার্সন হিসেবে নিযুক্ত করতে হবে।	১. সকল সিটি কর্পোরেশন, ২. ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং ৩. সাব-জোন/স্পট ব্যবস্থাপনা কমিটি

৮. জনসচেতনতামূলক প্রচারণা:

	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৮.১	**প্রচারণা**	জোনিং সিস্টেম/লকডাউন বাস্তবায়নে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য লাল, হলুদ বা সবুজ জোন সম্পর্কিত তথ্য এবং অনুসরণীয় বার্তাসমূহ সকল প্রচার মাধ্যমে (প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে) প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে। লকডাউন এলাকায় প্রয়োজনীয় বার্তাসহ একটি সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে।	১. তথ্য মন্ত্রণালয় ২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ৩. এটুআই, আইসিটি বিভাগ ৪. সিটি কর্পোরেশন
৮.২	**মসজিদের মাইকে সতর্কীকরণ বার্তা**	কোভিড রেড জোন বা হলুদ জোন সম্পর্কে স্থানীয় মসজিদের মাইকে বারংবার সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার করা হবে।	১. ইসলামিক ফাউন্ডেশন ২. ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি

৯. কোভিড-১৯ এবং নন-কোভিড রোগী ব্যবস্থাপনা

ক্রমিক	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯.১	**নমুনা সংগ্রহ**	লাল জোন চিহ্নিত এলাকায় জনসাধারণের চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। উক্ত এলাকায় কোভিড-১৯ রোগী সনাক্তকরণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নমুনা সংগ্রহ বুথ থাকবে। প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করা যাবে।	১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ২. স্বাস্থ্য বিভাগ, সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন
৯.২	**হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করা**	লাল এবং হলুদ জোন চিহ্নিত এলাকার করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিদের হোম কোয়ারেন্টিন নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যথাযথ ভূমিকা পালন করবে। উক্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর টহলও অব্যাহত থাকবে। সরকারের নির্দেশনা অমান্যকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।	১. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ২. জেলা প্রশাসক ৩. পুলিশ সুপার ৪. সশস্ত্র বাহিনী

নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

ক্রমিক	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
৯.৩	**আইসোলেশন কেন্দ্র**	লকডাউন এলাকার করোনা রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক আইসোলেশন সেন্টার থাকবে। এ কাজে ব্যক্তিগত/ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সহযোগিতা গ্রহণ করা যেতে পারে।	১. সিটি কর্পোরেশন ২. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৯.৪	**টেলিমেডিসিন সার্ভিস**	টেলিমেডিসিন সেবা মাধ্যমে প্রত্যেক লকডাউন এলাকায় কোভিড এবং নন কোভিড রোগীদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করতে হবে। চিকিৎসকদের পুলে মনোবিজ্ঞানী বা মনোরোগ চিকিৎসক অন্তর্ভূক্ত থাকবে।	স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
৯.৫	**রোগী পরিবহন**	লকডাউন এলাকার যে কোন ব্যক্তিকে (কোভিড-১৯ আক্রান্ত অথবা নন-কোভিড রোগী) উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনে এম্বুলেন্স সুবিধা প্রদান করা হবে। স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতা বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে ৯৯৯ নম্বরে কল করে এম্বুলেন্স সুবিধা নিশ্চিত করা হবে। যে কোন রোগীর জটিলতার ক্ষেত্রে তাদের পরিবারের পক্ষ থেকে ১৬২৬৩, ৩৩৩ বা ডক্টরস পুলে ফোন করে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রোগীকে সুনির্দিষ্ট কোন হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা করা হবে, এ বিষয়ে রোগীকে ফোনে পরামর্শ প্রদান করা হবে। এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যথাযথ প্রস্তুতি থাকতে হবে।	১. স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২. ওয়ার্ড/সাব-জোন ব্যবস্থাপনা কমিটি, ৩. স্বেচ্ছাসেবী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠান

১০. মৃতদেহ দাফন/ সৎকার ব্যবস্থাপনা:

ক্রমিক	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১০.১	**মৃতদেহ দাফন/ সৎকার ব্যবস্থাপনা**	লকডাউন এলাকায় মৃত্যুবরণকারী (কোভিড বা নন-কোভিড) ব্যক্তির মৃতদেহ সৎকার আল-মারকাজুল ইসলামী/ আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম/ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন অথবা মৃতদেহ দাফন/সৎকার কাজে নিয়োজিত অন্যান্য বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে দাফন বা সৎকার করা হবে।	১. সিটি কর্পোরেশন ২. আল-মারকাজুল ইসলামী / আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম/ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, ৩.স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন

১১. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকান, রেস্তোরা, শপিং মল ব্যবস্থাপনা:

ক্রমিক	বিষয়	কার্যক্রম	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১১.১	**শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আর্থিক/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, দোকান, রেস্তোরা, শপিং মল ব্যবস্থাপনা**	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অফিস, কারখানা, ব্যাংক/ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, দোকান, রেস্তোরা, বাজার, শপিং মল ইত্যাদি খোলা বা চালু রাখার বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং স্ব স্ব মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।	১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ২. জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ৩. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ৪. বাংলাদেশ ব্যাংক

নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

১২. গণপরিবহন, মালবাহী যান চলাচল: গণপরিবহন, মালবাহী যানচলাচল বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং বিআরটিএ এর নির্দেশনা অনুসরণীয় হবে।

১৩. মসজিদে নামাজ আদায়/ ধর্মীয় উপসনালয়ে যোগদান: এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ধর্ম মন্ত্রণালয়, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্ত অনুসরণীয় হবে।

১৪. জনসাধারণের চলাচল নিয়ন্ত্রণসহ নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ: রেড বা হলুদ জোনের মানুষের অবাধ যাতায়াত ও বিচরণ বন্ধ থাকবে। প্রশাসন, সশস্ত্র বাহিনী ও বাংলাদেশ পুলিশ তা বাস্তবায়ন করবে। উক্ত এলাকায় অবস্থানরত মানুষের বাসা-বাড়িতে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, খাদ্য-দ্রব্য ও ওষুধ-পত্র নির্বিঘ্নে সরবরাহের জন্য ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ও হোম ডেলিভারি সার্ভিস চালু থাকবে। এ বিষয়ে সাব-জোন ব্যবস্থাপনা কমিটি সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকবে।

১৫. বস্তিবাসী বা লকডাউনের কারণে কর্মহীনদের খাদ্য ব্যবস্থাপনা: সরকারি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যক্তি/ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বস্তিবাসী বা কর্মহীন পরিবারকে জরুরি খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হবে। সাব-জোন ব্যবস্থাপনা কমিটি খাদ্য সহায়তা প্রদানের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় থাকবে। উক্ত কমিটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট সকল কার্যালয় ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহের মধ্যে সমন্বয় করবে।

১৬. স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ: সাব-জোন ব্যবস্থাপনা কমিটি স্থানীয় উদ্যোমী, পরিশ্রমী ছাত্র/ এনজিও কর্মী, স্কাউট এবং যুব সংগঠনের সদস্যদের মধ্য হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী নিয়োজিত করবে। স্বেচ্ছাসেবীদের শিফটিং ডিউটি দিতে হবে। তাদের স্বাস্থ্যঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম নিশ্চিত করা হবে।

১৭. বর্জ্য সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা: রেড বা হলুদ জোনে উৎপাদিত গৃহস্থালি বা রান্না সম্পর্কিত (Kitchen) বর্জ্য প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রতিদিন সংগ্রহ করা হবে। তবে কোভিড-১৯ প্রতিরোধকল্পে ব্যবহৃত অথবা কোভিড-১৯ রোগীর ব্যবহৃত মাস্ক, গ্লাভস্, পিপিই ইত্যাদি সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য বিশেষ ধরণের ব্যাগ সরবরাহ করা হবে। মাস্ক, গ্লাভস্, পিপিই ইত্যাদি সামগ্রী ব্যবহারকারী কর্তৃক কেটে দিতে হবে। সপ্তাহে দু'দিন এ ব্যাগসমূহ সংগ্রহ করা হবে। এ বর্জ্যসমূহকে চিকিৎসা বর্জ্য (Medical Waste) এর ন্যায় যথাযথ পদ্ধতিতে Disposal করা হবে। গৃহস্থালি বর্জ্যের সাথে মাস্ক, গ্লাভস্ বা কোন চিকিৎসা সরঞ্জাম এর মিশ্রণ গ্রহণযোগ্য নয়।

১৮. বিশেষ নির্দেশনা: এই Standard Operating Procedure (SOP)-তে যাই উল্লেখ থাকুক না কেন, সিটি কর্পোরেশনের অধিক্ষেত্রে 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি', 'ওয়ার্ড ব্যবস্থাপনা কমিটি' এবং 'সাব-জোন ব্যবস্থাপনা কমিটি' তাৎক্ষণিক কোন সমস্যা মোকাবেলার জন্য তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে জনস্বার্থে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারবে।

২৯/৫/২০২০

নাজনীন ওয়ারেস
উপসচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।